মেঘ বৃষ্টি রোদ

অরূপ মণ্ডল

সকালে উঠে পরেশ জমিতে যাওয়ার জন্য সাজল। আকাশ তখন দুরন্ত, চারিদিকে দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মতো বাতাস, সঙ্গে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

পরেশ খুশিকে বলে—ডাক শুনছিস্—সোঁ-সোঁ? ঝড় আরও বাড়ছে মেঘের গর্জনে কানপাতা যাচ্ছেনা। জল বাড়ছে, সব শেষ হয়ে গেল—তুই ঘরে থাক, বেরুবি না। আমি দেখে আসি।

খুশি বাধা দিয়ে বলে-এত ঝড় জলে—

পরেশ সে কথা কানেই দিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। জমিতে ধান রোয়া হয়েছে তা বোঝার উপায় নেই। পথে কোনো লোক জনের দেখা নেই। হয়তো দুর্যোগে বাইরে বেরোনোর সাহস দেখাচ্ছে না এখন।

শ্যামাপদ মণ্ডলের কাছ থেকে দু'বিঘা জমি নিয়ে চাষ করেছে পরেশ। যতটা ফসল হবে তার অর্ধেক জমির মালিককে দিতে হবে। চাষ খরচ চাষির।

পরেশ খরচ পাতি করে যেটুকু জমি চাষ করতে পেরেছিল তা সবই জলের তলায় পড়ে রইল। কবে যে নিম্নচাপ কাটবে! আর কবেই বা জল সরে যাবে-একথা ভাবতে গিয়ে পরেশের বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে এই নিম্নজলাভূমি এলাকায় সমস্ত ভূ-খন্ডই সমুদ্র জল দ্বারা বেষ্টিত। চারিদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে বসত গড়ে ওঠা এক একটি দ্বীপ। বারো মাসেই কিছু না কিছু সমস্যা লেগেই আছে। কখনও খরা-অনাবৃষ্টিতে খাল-বিল-পুকুর ফুটিফাটা হয়ে সমস্ত ফসল শুকিয়ে গেল। আবার রাক্ষসীর মতো ভয়ঙ্কর বিপুল জলরাশি নদীবাঁধে আছড়ে পড়ে দ্বীপের সমস্ত ঘর-বাড়ি-ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। একে নোনা এলাকা। তার উপর বছরের পর বছর প্রকৃতির এই অত্যাচারে বহু মানুষ বাঁচার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে দুরে কলে কারকানায় কাজ করে। কিছু পয়সা কড়ি হলে আবার মাটির টানে ফিরে আসে। তবে অত্যন্ত টানাটানির সংসারে পরেশের যে সে ইচ্ছা হয়নি তা নয়। পারেনি খুশির জন্য। কোথা থেকে খুশি জেনেছে যারা বাইরে কাজে যায় তারা কেউ ভাল থাকে না। সেখানে আরও একটা সংসার করে বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই যায়। এ নিয়ে পরেশ অনেক বুজিয়েছে—গ্রামে কাজ নেই, সারাবছর খাবে কি? বর্ষার চাষ উঠে গেলে নিশি, জগাই, বিশ্বনাথদের সঙ্গে তামিলনাড়ুতে ঢালাই এর কাজে গেলে দুটো পয়সা হবে। খুশি চেঁচিয়ে উঠে বলে—শহরের কামাইতে কাজ নেই। তোমার কোথাও যাতি হবে না। আমি শুনেছি বিশ্বনাথ সেখানে একটি মাগির সাথে প্রেম করেছে। তাই নিয়ে কত কিছু হল। ভাগ্যিস তখন নিশি এসে পড়ে ছিল। না হলে বিশ্বনাথকে বিয়েই কত্তি হত।

—তুই কি করে জানলি?

—নিশির বউ আমাকে বলেছে। আর সেখানে তোমার শরীল খারাপ হলে কে দেখবে বলতি পার? না-না, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতি পারবো না।

এরপরে পরেশ আর কথা বাড়ায় নি।

জলজমি থেকে উঠে পড়ে ইটের বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আদিবাসী পাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরে সোজা চলে আসে মরিচঝাঁপির খাল পাড়া। কেউ কেউ কাঁকড়া পাড়াও বলে থাকে। এ পাড়ার বহু মানুষের ভাত-কাপড় আসে জঙ্গলের কাঁকড়া বিক্রি করে। নদীর ওপারে মেঘের মতো ঘনকালো জঙ্গল। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে।

নদীর জল সমুদ্রের মতো দোল খাচ্ছে। পরেশ নদীর বাঁধে এসে দাঁড়ায়। বাঁধের মধ্যের জল আর নদীর জল একই উচ্চতায়। ফলে স্যুইজ গেট দিয়ে জল বের করার কোনো উপায় নেই। বৃষ্টিও থামছে না। বাধ্য হয়ে পরেশ নিরঞ্জনের মাটির ভিজে দাওয়ার বসে পড়ে। ভাঁজ করা লুঙ্গির উপর থেকে গামছাটা খুলে নিকড়ে নিয়ে ভিজে শরীরটা মুছে ফেলে। কোমরে জড়ানো পলিথিনের প্যাকেট থেকে বিড়ি ও দেশলাই বের করে ধরায়। নিরঞ্জনের বউ খেঁজুর পাতার একটা চেটাই বের করে বসতে দেয়। পরেশ আপত্তি জানায়—সব ভিজে গেছে। ওটা আর দিতি হবে না। বিড়ি মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপকরে থেকে বলে—

—বৌদি, নিরঞ্জনদা এখনও জঙ্গল থেকে ফেরেনি?

—না গো পরেশদা। বড় চিন্তে হচ্ছে।

—চিন্তে হয় জানি। কিন্তু চিন্তে করে আর কি করবা বল। আমাগো তো আর বসে থাকলি চলবে না! ক'দিন ধরে দেবতা যা নেগেছে, এবারও হয় ভাসব।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। বৃষ্টিও থেমেছে। দ্রুত পায়ে পরেশ বাড়ি দিকে আসছে। দূর থেকে কি একটা জোরালো কলহ কানে ভেসে আসে। খুশির গলার চড়া আওয়াজ শুনতে পেয়ে গতি আরও বেড়ে যায়। বাড়ির কাছাকাছি তিন রাস্তার মোড়ে বটতলায় এসে থমকে দাঁড়ায় পরেশ। ঝগড়াটা তাকে নিয়েই। প্রতিবেশী গৌরপদ ও কালীপদ'র বউদের সাথে খুশির তুমুল বাক্‌যুদ্ধ চলছে। খুশির হাতে একটা কাঠের মুগুর। অপর দু'জনের হাতে তেমন কিছু নেই। তবে হাত বাড়ালেই আঘাত করার মতো দু'-একটা সরঞ্জাম কাছাকাছি পেতে অসুবিধা হবে না। বারে বারে খুশি মুগুর তুলে তেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্টো দিক দিয়ে অপর দু'জনও নিশ্চিৎ সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত,—মেরে দেখ, মেরে দেখনা একবার এক্ষুনি থানায় যাব। দু'পক্ষের অশ্রব্য গেঁও ভাষায় গালাগালির লড়াই চলছে। বেশ কিছু প্রতিবেশী ও পথ চলতি বহিরাগত মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করছে। লড়াই বন্ধ করার জন্য দুই একজন মহিলাও যে চেষ্টা করছে না তা নয়। তবে খুশিকে শান্ত করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

গ্রামে দারিদ্রতা আছে বটে, তবে প্রয়োজনে কাজের লোক পাওয়া মুশকিল। কোনো মানুষ অসুস্থ হলে, ডাক্তার দেখানোর দরকার পড়লে একমাত্র ভরসা পরেশের পায়ে টানা তিন চাকার ভ্যান। গ্রামে কোনো ডাক্তারই নেই। 'পাঁচ-ছ' কিলোমিটার ইটের রাস্তা পেরিয়ে বাজার পড়ে। সেখানে ডাক্তার-বাজার সবই। রাত-বিরাতে পরেশের ডাক পড়লে গামছা কোমরে বেঁধে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পরেশ বোঝে বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই পরম ধর্ম। এজন্য

গ্রামে পরেশের সুখ্যাতি আছে। খুশি এ নিয়ে গর্বও করে। কিন্তু কেন যে খুশি গতকালের ঘটনাটা মেনে নিতে পারল না তা বোঝা গেল না।

রুজি রোজগারের জন্য যারা ভিনরাজ্যে ঘাটতে যায় তারা পরেশ কে বলে যায়—ঘরে ছেলে-মেয়েগুলো থাকল বিপদে আপদে তুমি দেখ। পরেশ আশ্বাস দিয়ে বলে—সে আর বলতি হবে না।

গৌরপদ খাটতে গেছে বেশ কিছু দিন হল। রাতে ছেলেটার খুব জ্বর উঠেছে। বারে বারে চোখ উল্টে যাচ্ছে। গৌরপদর বউ কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁন্নাকাটি করছিল। জানতে পেরে পরেশ গিয়ে সারা রাত ছেলেটার মাথায় জলপোটি দিয়ে সেবা করেছে। আর এই করতে গিয়ে সারা দিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছে বুঝতেও পারেনি। ভোরে পরেশ ঘরে ফেরে। এত সব খুশিও জানতো না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। তাতেই এই কুরুক্ষেত্র।

পরেশ আর দাঁড়াবার সাহস দেখালো না। এই সময় খুশি যদি দেখে ফেলে আর রক্ষা নেই। পেছন দিক দিয়ে বিলের পথ ধরে চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পড়ে।

বহুক্ষণ বাদে ঝড়গার রাশ টেনে চিৎকার করতে করতে খুশি বাড়িতে ফেরে। লজ্জায়-অপমানের জ্বালায় হাতের মুগুরটি পাশের পুকুরে ছুঁড়ে মারে। ঘরের বারান্দায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় কেঁদেই ফেলে।

খুশির ভয়ে পরেশ ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। পুকুর থেকে স্নান করে খুশি ঘরে এসে দেখে পরেশ বারান্দায় বসে তেল মাখছে। ভাবখানা যেন এই পরেশ এই মাত্রই বাড়ি ফিরেছে। এতক্ষণ যে যুদ্ধ চলেছে তার বিন্দু বিসর্গ পরেশের অজানা। দুপুরে খেতে বসে একটাও কথা হল না দু'জনের। পরেশ সাহস করে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু উত্তর না পেয়ে চুপ করে খেয়ে উঠে গেল।

একটু রোদও উঠেছে। ভাটায় স্যুইজ গেট খুলে না দিলে রাতের বৃষ্টিতে আরও জল বাড়বে। গামছা কোমরে বেঁধে স্যুইজ গেটের কাছে যাওয়ার জন্য পরেশ প্রস্তুত হয়। খুশি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে—আবার কোথাও যাও? পরেশ শান্ত ভাবে উত্তর দেয় স্যুইজ গেটের জল ছাড়তি হবে।

কেন, তুমি ছাড়া দেশের আর নোক নেই? ঠিক আছে যাও। তবে শুনে যাও—আমি আর তোমার ঘর করব না। আজই বাবার কাছে চলে যাব।

এধরণের কথা পরেশ বহুবার শুনেছে। তবে আজকের ঘটনা অন্য ধরণের। তাই বুঝে পায় না একথার কি উত্তর দেবে। শুধু বলে—ঠিক আছে, এসে সব শুনব। আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

অনেক রাত্রিতে পরেশ ঘরে ফিরল। যতক্ষণ স্যুইজগেটে জল সরেছে ততক্ষণ গ্রামের বহু মানুষের সাথে পরেশও ছিল। জোয়ারের জল আসার আগেই গেট বন্ধ করে না দিলে নোনাজল ঢুকে পড়বে। বাইরে থেকে দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। এক বুক স্বস্তি নিয়ে বারান্দার কাছে এসে 'খুশি' বলে ডাক দিতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। আর তখনই ঘরের এক চিলতে আলো বারান্দায় এসে লুটিয়ে পড়ল।

মাটির ভাঁড়ে জল তোলাই ছিল। পায়ের কাদা ছাড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করে পরেশ। খুশি

ঘরের এক কোণে বসে আছে। সারা মুখে মন খারাপের দীর্ঘ কালো মেঘ জমেছে। পরেশ দেখেও না দেখার ভান করে। বলে—খেতে দাও। খুশি উত্তর দেয় না। কঠিন পাথরের মতো, সেখানেই বলে আছে। পরেশ রান্না ঘরে গিয়ে দেখে রান্না হয়নি। ঘরে এসে গলা চড়িয়ে বলে—খুশি, রান্না হয়নি কেন? কি হয়েছে তোর? খুশি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে বলে ওঠে—আমি কি তোমার হুকুমের নোক, যখন যা বলবে তাই করিত হবে। এতরাত পর্যন্ত যেখানে ছিলে সেখান থেকে খেয়ে আসতি পারনি।

—চুপকর, একদম বাজে বকবি না। আমি কি এমনি এমনি বাইরে ছিলাম।

—পুতিদিন তোমার কি কাজ থাকে?

—কেন, কি হয়েছে রে তোর? হ্যাঁ কাজ থাকে।

খুশি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। সারা দিনের গুমরানো ভাবটা উগরে দিল।

—তোমার কাজ একটাই লোকের ঘরে ঢুকে থাকা। পরেশ আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ছুটে গিয়ে খুশির গালে সজোরে এক চড় মেরে বলে—বাজে কথা একদম বলবি না। কি দেখেছিস তুই? যা নয় তাই বলতি শুরু করিছিস। সকাল বেলা তুই যা করছিস কোথাও মুখ দেখানোর মতো না।

খুশি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে—কাল সারা রাত তুমি গৌরের ঘরে থাকো নি? সেখানে কি করছিলে?

পরেশ রাগত ভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ থেকেছি। তাতে কি হয়েছে? মানুষের বিপদে তার বাড়িতে মানুষ যাবে না?

খুশি থামার পাত্রী নয়। পরেশ কেন মারল? তার জবাব পরেশকে দিতেই হবে। খুশি জানিয়ে দেয় কাল সে তার বাবাকে গিয়ে সব বলবে। বিগত বহু ঝগড়ার পেছনে পরেশের বহু অন্যায় আছে খুশি তা বারবার বলতে থাকে। তার সাথে একটানা শব্দের মাঝে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে মুখে অকথা-কুকথা যা আসে তাই বলে। পরেশ খুশি ও খুশির বাবাকে ঠকিয়েছে, বিয়ের সময় বাপ কানের ও হাতের কয়েকটি গয়না দিয়েছিল। তা পরেশ দেনার দায়ে বেচে দিয়েছে। পরেশ বলেছিল ফসলে কিনে দেবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। ঘর বাঁধা ও জমি চাষের জন্য খুশি তার বাপের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা এনে দিয়েছে, রাগের মুহূর্তে তাও খুশি বলে চলে। পরেশ এসবের কোনো উত্তর দেয় না। বুঝতে পারে খুশি তার উপর বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েছে। সেই বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে জোর করা চলে না। তাতে আরও বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

খুশি বড় বেশি গোঁয়ার। রেগে গেলে আর থামানো সম্ভব নয়। সকালে উঠে সে তার বাপের কাছে চলে গেল। পরেশ বাধাও দিল না। গতকাল রাতে যা ঘেটেছে তাতে বাধা দেওয়ার মতো মনের জোর আজ যেন হারিয়ে ফেলেছে পরেশ।

সারাদিন পরেশ ঘরেই থাকল। ভেবেছিল খুশি রাগের মাথায় যা বলেছে তা ওর মনের কথা নয়। অন্যবারের মতো এবারও তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যের আগে খুশি ফিরে আসবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল। তারপর রাত্রি এল। সারা ঘরজুড়ে এক মহাশ্মশানের শূন্যতা খেলা করে।

খেটে খাওয়া একটি সাধারণ পরিবার পরেশের। গায়ে গতরে কেবল খাটতেই পারে। কিন্তু

সবাই সব পয়সা দেয় না। কারও মুখের উপর জোর করে চাইতেও পারে না। ঘরে এসে কেবল খুশির কাছে অনুযোগ করে। ফলে পরেশ খেটে যা আনে তাতে কিছুই জমে না।

খুশির গয়নাগুলো কিনে দেওয়া এবং তার বাবার কাছ থেকে ধার করা দশ হাজার টাকা শোধ করা পরেশের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। কিন্তু খুশির এতগুলো অভিযোগের জবাব না দেওয়াটা বড়ই যন্ত্রণার।

দেখতে দেখতে কয়েকদিন হয়ে গেল। খুশির কোনো খবর আসে না। সংসারে বহুবার ঝগড়া কলহ হয়েছে, কিন্তু পরেশ কোনোদিন খুশির গায়ে হাত তোলে নি। সেদিন রাগের মাথায় একচড়ে খুশির মুখের বাজে কথা বন্ধ হয়েছিল বটে, তাতে সম্পর্কের ফাটল মেরামত করা গেল না, তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পাড়ার আর এক ভ্যানওয়ালা বিপিনের কাছে পরেশ জানতে পেরেছে—খুশির বাবা থানায় গিয়ে পরেশের নামে অভিযোগ করেছে।

সন্ধ্যায় পরেশ খবরটা শোনার পর অস্থির হয়ে ওঠে। তবে নিজের সংসারের অশান্তি বাইরে কাউকে বলার লোক নয় পরেশ। ফলে চুপি চুপি বাড়ি থেকে সরে পড়া ছাড়া পরেশের সামনে আর কোনো পথ নেই। কিন্তু কোথায় পালাবে? ঘাড়ে ঋণের বোঝা, পুলিশ পিছু নিয়েছে। সংসারের যাবতীয় সমস্যা এতদিন খুশিই সামলিয়েছে। তাই পরেশ ভেবে উঠতে পারে না এই মুহূর্তে সে কি করবে। ছুটে যায় নিশিকান্তের বাড়িতে। নিশির বউয়ের কাছ থেকে নিশির ফোন নম্বর ও ঠিকানাটা নিয়ে আসে। বাইরে চলে যাবে। পুলিশের নাগালের বাইরে। সেখানে খেটে পয়সা উপার্জন করবে।

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। ঘরে যে ক'টি টাকা ছিল সবই সঙ্গে নিয়ে নিল। এবছরই ধারদেনা করে ঘরটা বেঁধেছিল। তাতে খুশি আর পরেশের সুখে বাস করা হল কই?

থানায় গিয়ে খুশির বাবা পরেশের বিরুদ্ধে নালিশ করায় খুশি মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে খুশিই হয়েছে। পরেশের হাতের চড়টি এখনও খুশির মনে দাগ কেটে বসে আছে। খুশি চায় পুলিশ পরেশকে একটু শাসন করুক।

পরেশের ঘরের উপর ঝুকে থাকা বড় তেঁতুল গাছটিতে বহু ধরনের পাখি বাস করে। তখনও রাত জাগা পাখিরা ভোরের আলো দেখেনি। লম্বা ঘুমের মধ্যে পরেশ শুনতে পায় দরজায় কে বা কারা আঘাত করছে ঠক্-ঠক্ । ঘুম চোখে দরজা খুলতেই দেখে সামনে পুলিশ। যার ভয়ে সে পালাতে চেষ্টা করেছিল তা আর হল না। গভীর ঘুম পুলিশের জাল কাটতে দিল না। সাত সকালে পরেশের বাড়িতে পুলিশ দেখে গ্রামের লোক চমকে গেল। কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে পেল না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ পরেশকে মারতে মারতে তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। নিশিকান্তের বউ একটা ধারণা করার চেষ্টা করে। হাতের কাজ ফেলে কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে যায় খুশির বাপের বাড়িতে। নিশির বউয়ের কাছে সব ঘটনা শুনে খুশি তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় থানায়। ছুটতে ছুটতে থানার মধ্যে ঢুকে চিৎকার করতে থাকে—আমার স্বামী কই? তাকে কোনে রেখেছ? কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে খুশির চোখ আটকে যায় সামনের লক-আপের মধ্যে। একটা শুষ্ক, পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণদেহ খানি কুঁকড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বসে আছে। লক-আপের কাছে গিয়ে

ডিউটিতে থাকা পুলিশ অফিসারকে চিৎকার করে বলতে থাকে—কেন ধরে এনেছো আমার স্বামীকে। কী দোষ করেছে ও? ওতো চোর-ডাকাত নয়! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার স্বামীকে—। পুলিশ অফিসার খুশিকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার স্বামী তোমাকে মারে, অত্যাচার করে বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—খুশি দারোগাবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে—বাজে কথা—সব বাজে কথা। আমার ইচ্ছায় আমি আমার বাপের বাড়িতে গেছি। আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও—।

খুশির চেঁচামেচিতে শেষ পর্যন্ত পুলিশ পরেশকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়িতে ফেরার পর পরেশ বোবার মতো সারাক্ষণ ঘরের মধ্যেই থাকে। খাওয়া-দাওয়া তেমন করে না। খুশি পরেশকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। সে ন্যাকা ন্যাকা ভাব এনে কত রকমের গালগল্প করে কিন্তু পরেশের মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখতে পায় না।

একদিন সকালে খুশি দেখে পরেশ স্নান করে, জামাপ্যান্ট করে ব্যাগ পত্র গুছাচ্ছে। খুশি জিজ্ঞাসা করে—এখন তুমি কোনে যাবে? পরেশ উত্তর দেয় না। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় বলে—আমার ফিরতে ক' মাস দেরি হবে। তুই তোর বাবার কাছে গিয়ে থাকিস।

খুশি বলে ওঠে—না, আমি আর কখনও বাবার কাছে যাব না।

পরেশ সেকথার উত্তর না দিয়ে বলে—ফিরে এসে তোর আর তোর বাবার সব ঋণ শোধ করে দেব। খুশি চোয়াল শক্ত করে দৃঢ়ভাবে দরজা আটকে দাঁড়ায়। বলে—তোমার সব ঋণশোধ হয়ে গেছে। তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছুর দরকার নেই।

—তা হয় না খুশি, পথ ছাড়। আমাকে যাতি হবে। যেখানে বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই, সেখানে কেমন করে থাকব? কি দিয়ে আমি ঋণশোধ করব?

একথার কি উত্তর দেবে খুশি ভেবে পায় না। শুধু পরেশের চোখের দিকে চোখ রেখে দৃঢ় ভাবে বলে—আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনে। তোমাকে কোথাও যাতি দেব না। এই আমার শেষ কথা।

পরেশ এবার শান্ত ভাবে খুশির আকুল মুখের দিকে তাকায়। তার দু'চোখে জল টলটল করছে। বাইরে তখন মেঘ ও বৃষ্টির দেখা নেই। সবুজ গাছের ফাঁকদিয়ে সকালের সোনা রোদ্দুর যেন সোহাগ ঢালছে।